ইত্তেফাক

তারিখ ... 13. 2. 84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

043

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করিতে হইবে এরশাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্য ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বার্থান্বেষী সকল মহলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন।

গতকাল (রবিবার) ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি চিরতরে বন্ধ করার জন্য তাঁহার সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক জনাব রফিকুল হক হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ, মজিদ খান, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ব্যারিষ্টার এ, আর ইউসুফ, জনদলের জনাব আনোয়ার হোসেন খান চৌধুরী এবং জনযুবসংহতির জনাব এ, টি, এম, রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্য নতুন বাংলা ছাত্রসমাজের গৃহীত ৪

শিক্ষাঙ্গণে অস্ত্রের ঝনঝনানি

(১ম পৃঃ পর)

দফা কর্মসূচীর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান গতিধারা আমাদের শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। সমাজের প্রতিটি মানুষ ছাত্র সমাজের এই ভয়ঙ্করূপ দেখিতে চায় না।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, যাহারা ছাত্র নহে তাহারা ছাত্রনেতা হইয়া শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়নের পরিবেশ দূষিত করিতেছে। ছাত্রাবাস দখল করিয়া থাকিবে এই অবস্থা চলিতে পারে না। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ মজিদ খান তাঁহার ভাষণে বলেন, আজ রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে এবং মাঝেমাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটিতেছে, উহা একদিনের বিস্ফোরণ নহে। গত ১০/১২ বৎসর যে সামাজিক অবক্ষয় ঘটিয়াছে, ইহার ফলশ্রুতি আমরা দেখিতে পাইতেছি। তিনি বলেন, এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব টিকাইয়া রাখিতে আমাদের অধিক সচেতন হইতে হইবে।

ব্যারিষ্টার এ, আর ইউসুফ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে ছাত্রসমাজের সংগ্রাম সার্থক হইবে না। তিনি দেশ ও জাতিকে গড়িয়া তোলার পূর্বশর্ত হিসাবে ছাত্রসমাজকে শুষ্ঠভাবে গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান।

জনাব আনোয়ার হোসেন খান চৌধুরী তাঁহার ভাষণে দেশে একটি কর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অতীতের ন্যায় ছাত্রসমাজ যাহাতে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্যও তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব এ টি এম রফিকুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর ছাত্রসমাজকে যেভাবে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে, উহা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা হইবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা হউক উহা আমরা চাই। তবে কোন সমাজ বিরোধী ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় না পায়, তাহাও নিশ্চিত করিতে হইবে।

সভাপতির ভাষণে জনাব রফিকুল হক হাফিজ বলেন, দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে ছাত্রসমাজকে রাজপথে নামানোর তৎপরতা বন্ধ করিয়া নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ রাজনীতিক দলসমূহের এই প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হইতে ছাত্রসমাজকে মুক্ত করিবে। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সকল স্বার্থান্বেষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান।